ভাসসমস্যা

কালিদাসপূর্ববর্তী নাট্যকারদের মধ্যে ভাস অন্যতম। তাঁর প্রশংসা করেছেন অনেকেই। তাঁদের মধ্যে মহাকবি কালিদাস, বাণভট্ট, রাজশেখর ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী দক্ষিণ ভারতের কেরলের অন্তর্গত ত্রিবান্দম থেকে একগুচ্ছ নাটক আবিষ্কার করেন। এই তেরটি নাট্যগ্রন্থের আবিষ্কার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। তিনি ঐগুলি প্রকাশ করেন এবং নানা যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে স্থির করেন যে এই তেরটি নাট্যগ্রন্থ একই ব্যক্তির রচনা এবং সেই ব্যক্তি হলেন মহাকবি ভাস।

কালক্রমে ভাসকে কেন্দ্র করে এক জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়। এটিই ভাসসমস্যা নামে খ্যাত। কেরলের আবিষ্কৃত পুঁথিগুলি ঠিক ভাসের লেখা কিনা তা নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডার ঝড় ওঠে। এক পক্ষের যুক্তি ঐগুলি যথার্থই ভাসের লেখা। এই পক্ষে আছে কীথ্, টমাস্, পরাঞ্জপে, দেবধর প্রমুখ। অপর পক্ষের মতে এগুলি প্রকৃতপক্ষে ভাসের লেখা নয়। এই বিপক্ষমতবাদের মধ্যে আছেন বার্নেট্, জনস্টন্ প্রমুখ।

এই তেরটি নাট্যকৃতি যে একই নাট্যকারের রচনা সে সম্পর্কে বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে-

১. তেরটি নাট্যগ্রন্থের ভাব, ভাষা, ভাবভঙ্গী, নাট্যকলা ও রচনা শৈলী ইত্যাদির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে

২. তেরটি নাট্যগ্রন্থই আরম্ভ হয়েছে নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ এই নির্দেশ দ্বারা

৩. তেরটি নাট্যগ্রন্থেই প্রস্তাবনার পরিবর্তে স্থাপনা ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. তেরটি নাট্যগ্রন্থের কোনটিতেই নাট্যকারের নাম-ধাম ইত্যাদির উল্লেখ নেই।

৫. তেরটি নাট্যগ্রন্থের অধিকাংশেই প্রারম্ভিক শ্লোকে মুদ্রালংকার প্রয়োগের মাধ্যমে নাটকীয় প্রধান চরিত্রগুলির নাম উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্, পঞ্চরাত্রম্, ঊরুভঙ্গম্, প্রতিমা নাটকের নাম উল্লেখযোগ্য।

৬. অধিকাংশ নাট্যগ্রন্থের ভরতবাক্যে ইমামেব মহীং কৃত্স্নাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ এই ধরণের বাক্য রয়েছে।

৭. তেরটি নাট্যগ্রন্থে পতাকা ও পতাকাস্থান বিন্যাসের প্রাচুর্য দেখা যায়।

৮. যুদ্ধ মৃত্যু ইত্যাদি বীভত্স দৃশ্যের অবতারণা দেখা যায়।

৯. অনেক বিশিষ্ট শব্দের পুনরাবৃত্তি, আর্ষ বা অপানিণীয় প্রয়োগ এবং একই প্রকার প্রাকৃতের ব্যবহার এই তেরটি নাট্যগ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়।

সুতরাং এই সকল তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী সিদ্ধান্ত করলেন যে এই তেরটি গ্রন্থ একই ব্যক্তির রচনা।

শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এই ব্যক্তি হলেন মহাকবি ভাস। এই বিষয়ে তিনি বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করেন।

হর্ষচরিতের প্রারম্ভিক শ্লোকে বাণভট্ট বলেছেন ভাস এমন কতকগুলি নাট্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন যেগুলিতে সুত্রধার আরম্ভপর্বের সূচনা করেন যেগুলিতে বহু চরিত্রের ভূমিকা রয়েছে এবং যেগুলিতে পতাকা বিন্যাসের প্রাচুর্য রয়েছে – সূত্রধারকৃতারম্ভৈঃ নাটকৈঃ বহুভূমিকৈঃ। সপতাকৈঃ যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব।। এই লক্ষণগুলির সবই ভাসের রচিত নাট্যগ্রন্থগুলিতে বিদ্যমান। তাছাড়া রাজশেখর বলেছেন যে ভাসের নাটকচক্র সমালোচকগন কর্তৃক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হলেও স্বপ্নবাসবদত্ত নাটকটি দগ্ধ হয়নি।

পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত তেরটি নাটকের মধ্যে স্বপ্নবাসবদত্তম্ একটি। কবি বাক্পতিরাজ ভাসকে বলেছেন জ্বলন্মিত্র - অর্থাত্ অগ্নির সখা। কারণ হল যে ভাস রচিত বলে বিবেচিত পঞ্চরাত্রং, স্বপ্নবাসবদত্তম্ ইত্যাদি নাট্যগ্রন্থে অগ্নিকাণ্ড উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেছে। এইসকল যুক্তিসমূহের দ্বারা পণ্ডিত গণপতিশাস্ত্রী সিদ্ধান্ত করেন যে এই তেরটি নাট্যগ্রন্থের প্রণেতা মহাকবি ভাস ছাড়া অপর কেউ নয়। কালিকাস, বাণভট্ট, রাজশেখর উল্লেখিত মহাকবি ভাসই এর নাট্যকার। বিশেষত রাজশেখরের একটি উল্লেখিত শ্লোক থেকে জানা যায় যে ভাসনামে একটি নাট্যকার একাধিক নাটকেরে রচয়িতা ছিলেন (ভাসনাটকচক্রেঽপি ক্ষ্বেকৈঃ ক্ষিপ্তৈঃ পরীক্ষিতুম্। স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ।।)। যেগুলির মধ্যে সর্বোত্কৃষ্ট বলে প্রসিদ্ধ ছিল স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকটি। এই নাট্যগুচ্ছেও

স্বপ্নবাসবদত্তম্ নামে একটি নাটক আছে এবং নাটকখানির রচনারীতির উত্কর্ষ প্রাচীন মহাকবি ভাসের অনুরূপ। সুতরাং এই স্বপ্নবাসবদত্তম্ যদি প্রাচীন কবি ভাসের রচনা হয় তবে অন্যান্য বারটি নাটক ও তার রচনা বলে স্বীকার করতে বাধা নেই। এছাড়া বাণভট্টের হর্ষচরিত থেকে ভাসের নাটকের যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তাও আবিষ্কৃত তেরটি নাটকে লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং এই নাটকগুলি প্রাচীন নাট্যকার মহাকবি ভাসেরই রচনা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিপক্ষপাতীরা যেসকল যুক্তি দেখিয়েছেন যে – এই তেরটি নাটক সম্ভবত কেরলের কোন ভ্রাম্যমান নাট্যগোষ্ঠীর লেখা। তারা তাদের অভিনয়োপযোগী করার জন্য উপরি-উক্ত সাদৃশ্যমূলক পরিবর্তনগুলি করেছেন। আর নান্দ্যন্তে এই শব্দব্যবহারের যে সাদৃশ্যের কথা বলা হচ্ছে সেটা একটা প্রাচীন রীতি। এই রীতি কেবলমাত্র এই তেরটি নাটকেই নেই এছাড়াও শূদ্রকের পদ্মপ্রাভৃতকম্ ও বিজ্জকারের কৌমুদীমহোত্সব নামক নাটকেও দেখা যায় – ইত্যাদি সকল যুক্তিই পর্যাপ্ত প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। তাই আমরা নির্দ্বিধায় এই তেরটি নাটককে মহাকবিভাস রচিত স্বীকার করতে পারি।